গিরিশচন্দ্র ঘোষের নির্বাচিত নাটকের শেক্সপিয়ারের ট্র্যাজেডির প্রভাব

Synopsis submitted to Midnapore City College
For the Fulfillment of the Degree of Master of Humanities

Submitted By

Amena Khatun

Daliya Mahata

Priti Nag

Parimal Mahata

Shila Mahata

Santwana Mahata

Sanuara Khatun

Sutapa Sing

Guided By

DR. RAKESH JANA

SHRI ABHI KOLEY

Asistant Professor in Benga

Department of Humaties

Department of Bengali

MIDNAPORE CITY COLLEGE

Kuturia, Paschim Medinipur,West Bengal, 721129

2023

MIDNAPORE CITY COLLEGE

Ref NO: MCC/DIR-CER(PG)/07/23-8277(3) 045 Date: 12/07/2023

শংসাপত্র

SHILA MAHATA **Roll No.-** PG/VUWGP29/BNG-IS-045 **Reg. No** VP221591802 of 2022-2023 কর্তৃক বাংলা বিভাগের স্নাতকোত্তর দ্বিতীয় পাঠ পর্যায়ের বি এন জি - ২০৫ পত্রের প্রকল্পের জন্য প্রস্তুত এই গবেষণাকর্মটি আমাদের তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন।

"গিরিশচন্দ্র ঘোষের নির্বাচিত নাটকে শেক্সপীয়রের ট্র্যাজেডির প্রভাব" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি তার মৌলিক গবেষণার ফল এবং এই অভিসন্দর্ভটি কোনো মহাবিদ্যালয়ে পূর্বে প্রদত্ত হয়নি।

Rakesh Jana 28.08.23

ড. রাকেশ জানা ও অভি কোলে

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

মেদিনীপুর সিটি কলেজ

ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ

মেদিনীপুর সিটি কলেজ

Pradip Ghosh.

অধিকর্তা

মেদিনীপুর সিটি কলেজ

Dr. Pradip Ghosh
Director
Midnapore City College
Kutunya, Bhadutala,
Paschim Medinipur, Pin-721129, W.B
www.mcconline.org.in

তারিখঃ 29/8/23

স্থানঃ Midnapore.

MIDNAPORE CITY COLLEGE Estd.-2017 Paschim Medinipur

...y UGC, DSIR, Govt. of India, Higher Education Department,
...Medical Education, Govt. of West Bengal & Affiliated to Vidyasagar University,
...gal University of Health Sciences
...ged by MORAINE HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT ORGANISATION

Campus: Kuturiya, Bhadutala, Midnapore, Paschim Medinipur, Pin- 721129, West Bengal, India
Phone: +91 9932318368, +91 8967598946
Website: www.mcconline.org.in
E-mail: director@mcconline.org.in

স্ব - ঘোষণাপত্র

আমি শীলা মাহাত,Roll - PG/VUWGP29/BNG - IIS NO- 045 REG.NO - VP221591802 of 2022- 2023 বাংলা বিভাগের স্নাতকোত্তর দ্বিতীয় পাঠ পর্যায়ের বি এন জি - ২০৫ পত্রের প্রকল্পের জন্য ' গিরিশচন্দ্র ঘোষের নির্বাচিত নাটকে শেক্সপীয়রের ট্র্যাজেডির প্রভাব ' এই গবেষণামূলক অভিসন্দর্ভ টি প্রস্তুত করেছি। এই অভিসন্দর্ভ আমার মৌলিক গবেষণার ফল। এই অভিসন্দর্ভ এর জন্য কোনো মহাবিদ্যালয়ে প্রকল্প পত্ররূপে জমা দেওয়া হয়নি।

তারিখ: 16.09.2023

স্থান : মেদিনীপুর সিটি কলেজ,পশ্চিমমেদিনীপুর।

শীলা মাহাত (শীলা মাহাত)

অনুগবেষিকা

বাংলা বিভাগ

মেদিনীপুর সিটি কলেজ

Approval sheet –

This project report entitled 'গিরিশচন্দ্র ঘোষের নির্বাচিত নাটকে শেক্সপীয়রের ট্র্যাজেডির প্রভাব 'বিষয়ক প্রকল্প by শীলা মাহাত is approved for the degree of বি.এন.জি. স্নাতকোওর দ্বিতীয় পাঠপর্যায়।

(Signature of examiners)

(Signature of Guide)

(Name:Dr.Rakesh Jana)

(Sir Abhi Koley) 28 08 23.

Dr. Kuntal Ghosh
Vice-Principal
MIDNAPORE CITY COLLEGE
Kuturiya, Bhadutala, Paschim Medinipur,
Pin-721129, West Bengal.

(Signature of T.I.C)

(Name:Dr.Kuntal Ghosh)

Pradip Ghosh.

(Signature of Director)

(Name:Dr.Pradip Ghosh)

Director

Midnapore city College

Dr. Pradip Ghosh
Director
Midnapore City College
Kuturiya, Bhadutala,
Paschim Medinipur, Pin-721129, W.B
mcconline.org.in

MIDNAPORE CITY COLLEGE
Estd.-2017
Paschim Medinipur

Date: 29/8/23

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমি শীলা মাহাত বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্ন্তগত মেদিনীপুর সিটি কলেজের স্নাতকোত্তর দ্বিতীয় পাঠপর্যায়ের বাংলা বিভাগের ছাত্রী । আমার নির্ধারিত গবেষণা পত্র ' গিরিশ চন্দ্র ঘোষের নির্বাচিত নাটকে শেক্সপীয়ারের ট্রাজেডির প্রভাব '। এই গবেষণা পত্রটি তৈরি করার ক্ষেত্রে আমার মহাবিদ্যালয়ের কর্নধার শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ড.প্রদীপ ঘোষের কাছে , ভারপ্রাপ্ত অধ্যাক্ষ শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ড.কুন্তল ঘোষ মহাশয়ের কাছে বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ। এছাড়া এই গবেষণা কর্মটিকে মৌলিক সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার ক্ষেত্রে যাদেরকে সর্বদায় পাশে পেয়েছি তারা হলেন বিভাগীয় অধ্যাপক ড. রাকেশ জানা ও শ্রী অভি কোলে মহাশয়কে , এছাড়াও এই মহতী প্রতিষ্ঠানের বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । তিনি প্রতিটি ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার থেকে প্রয়োজনীয় পুস্তক সাহায্য করে কাজটিকে সফল্য মন্ডিত করতে সহায়তা করেছেন।

এরপর কৃতজ্ঞতা জানাই আমাদের বিভাগীয় বন্ধু/বান্ধবী সহপাঠীদের কাছে । এছাড়া প্রযুক্তি মাধ্যমের যে দিকটার কথা উল্লেখ না করলে নয় তা হল ইন্টারনেট ব্যাবস্থা। আমার সংশ্লিষ্ট অভিসন্দর্ভমূলক প্রকল্পটিতে এই ইন্টারনেট ব্যাবস্থা বিশেষ সহায়ক হয়ে উঠেছে।

শীলা মাহাত (শীলা মাহাত

তারিখ:- 16.09.2023

মেদিনীপুর সিটি কলেজ

নিবেদনান্তে

সূচিপত্র

পৃষ্ঠাসংখ্যা ৩৬

বিষয়:-

▫ ভূমিকা

▫ সারসংক্ষেপ

প্রথম অধ্যায়:-

(ক) ট্র্যাজেডির সংজ্ঞা

(খ)ট্র্যাজেডির শ্রেণীবিভাগ

(গ) ট্র্যাজেডির বিখ্যাত রচয়িতা

(ঘ) ট্র্যাজেডির বৈশিষ্ট্য

দ্বিতীয় অধ্যায়:-

(ক) শেক্সপীয়রের ট্র্যাজেডি কি

(খ) শেক্সপীয়রের ট্র্যাজেডির বৈশিষ্ট্য

তৃতীয় অধ্যায়:-

গিরিশচন্দ্র ঘোষের পূর্ববর্তী দুটি ট্র্যাজেডি নাটকের পর্যালোচনা।

চতুর্থ অধ্যায়:-

গিরিশচন্দ্র ঘোষের নির্বাচিত নাটকে শেক্সপীয়রের ট্র্যাজেডির প্রভাব।

পঞ্চম অধ্যায়:-

গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাটকে শেক্সপীয়র ট্র্যাজেডির স্বতন্ত্র।

▫ উপসংহার

▫গ্রন্থপঞ্জি

সারসংক্ষেপ:-

বাংলার গ্যারিক গিরিশচন্দ্র ঘোষ নাট্য জগতে প্রবেশ করেছিলেন শেক্সপীয়ারের নাটক দেখে। চরিত্রের ধাতু গত গঠনে না হোক, সংলাপের মাধ্যে নানা শেক্সপীয়ারের প্রভাব গিরিশচন্দ্র আমন্ত্রণ ও স্বীকার করে এনেছেন এমন লক্ষ করি। শেষপর্যন্ত আমরা গিরিশচন্দ্র ঘোষের পৌরাণিক নাটক, ঐতিহাসিক নাটক , ভক্তিমূলক নাটক ও সামাজিক নাটকগুলিতে শেক্সপীয়রের প্রভাব বিভিন্ন ভাবে লক্ষ্য করি। গিরিশচন্দ্র নিজের চেষ্টায় ইংরেজি শিখে বিশেষ ভাবে তার নাটকাবলি অধ্যায়ন করেছিলেন। গিরিশচন্দ্র ঘোষের প্রথম সার্থক ঐতিহাসিক নাটক 'চন্ড' (১৮৯০)।টডের রাজস্থানের কাহিনীর প্রভাবে মেবার-রাঠোরের বিরোধ নিয়ে তিনি নাটকটি রচনা করলেন। 'সিরাজদৌল্লা' (১৯০৬) নাটকে তিনি সিরাজকে,দেশভক্ত স্বাদেশিকতার মৃত বিগ্রহ রূপে অঙ্কন করলেন। দেশহিত ব্রতী প্রজাবৎসল সিরাজ সন্নত বীর।

গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটকের মধ্যে প্রফুল্ল(১৮৮৯) ও বলিদান (১৯০৫) উল্লেখযোগ্য । 'প্রফুল্ল ' সে যুগের একটি শ্রেষ্ঠ পারিবারিক ট্র্যাজেডি । যোগেশের 'সাজানো বাগান শুকিয়ে গেলো' নাটকের মর্মান্তিক ঘটনা । করুনরস আবেগবহুল হয়ে খাঁটি মানবিক হয়ে উঠেছে এখানে। 'বলিদান' নাটকের মূল বিষয় বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজে কন্যাদান যেন প্রকৃত অর্থে বলিদান ।

গিরিশচন্দ্র যে ভক্তিমূলক ও পৌরাণিক নাটক গুলো রচনা করিয়াছেন, সেগুলির নাট্যরীতি,নাট্যদ্বন্দ্ব রুপায়ন ও চরিত্র সৃষ্টি প্রভৃতি বহুলাংশে শেক্সপীয়রের নাটকের দ্বারা প্রভাবিত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'জনা' (১৮৯৩)। আমি জনা নাটকের পরিনতি ভক্তির সাশ্রিত হইলেও তাহার মধ্যে তীব্র নাটকীয় ঘাত প্রতিঘাত ও দ্রুত ঘটনার প্রতি দেখা গিয়েছে । নাটকের প্রতিপুত্রহীনা মার্গারেটের মতোই 'তৃতীয় রিচার্ড'প্রতিপুত্রহীনা মার্গারেটের মতোই জনাকে তীব্র জ্বালা ও প্রতিহিংসা রুপেই দেখতে পায়।

অভিসন্দর্ভের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:-

১) গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাটকে শেক্সপীয়রের প্রভাব প্রসঙ্গে পর্যালোচনা করা।

২) ট্র্যাজেডি কী এবং তার বৈশিষ্ট্য ও শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে অনুসন্ধান করা।

৩) শেক্সপীয়র ট্র্যাজেডি,গ্রিক ট্র্যাজেডি থেকে কতটা পৃথক তা বিশ্লেষণ করে দেখানো।

৪) গিরিশচন্দ্র ঘোষের পূর্বে বাংলা নাটকের ট্র্যাজেডি সম্পর্কে ধারণার পর্যালোচনা।

অভিসন্দর্ভের পদ্ধতি

গবেষণা কথার অর্থ হল কোন বিষয়কে নতুনভাবে বিশ্লেষণ করা George.J.Mouly এর পদ্ধতিকে বিভিন্ন প্রকারের ভাগ করেছেন।

নিম্নে তুলে ধরা হলো Method of research

Survey method

Historical method Experimental method

Survey method

1.Descriptive survey

2.Analytical survey

3.School survey

4.Social survey

Historical method

1.Historical

2.Legal

3.Documentary

Experimental method

1.Simple experimental

2. Multivariate Analysis

3.Case study

4.Predictive

আমার প্রকল্পের বিষয় হল গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাটকের শেক্সপীয়রের ট্র্যাজেডির প্রভাব Historical ও Descriptive পদ্ধতি অবলম্বন করে আমার কাজটি করেছি।

ভূমিকা:-

বাংলা নাটকের বন্ধন দশা থেকে মুক্ত করে তার অঙ্গ সে যিনি নতুন যৌবনের জোয়ার আবাহন ঘটিয়েছিলেন। তিনি হলেন নাট্যকার অভিনেতা, নাট্যগুরু,নাট্যপরিচালক , স্থায়ী রঙ্গমঞ্চের পৃষ্টপোষক ও অভিনয় শিক্ষক গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪- ১৯১২)। যে বাংলা নাটক এ যাবৎ কেবলমাত্র ধ্বনি বিলাস প্রিয় মানুষের,ইচ্ছানুক্রমেই মঞ্চস্থ। ধ্বনির খেয়াল খুশীতেই নাটকের গতি সচল থাকতো, কোথাও ধ্বনির গৃহে,প্রবাসান বাড়ীতে কিংবা ভাড়া করা ঘরেই এই নাটকের মর্জিমাফিক অভিনয়ের ফলে এক শ্রেণীর সাধারণ মানুষ প্রায় সর্বদাই নাটক সম্পর্কে যে কৌতুহল তা দমন করতে বাধ্য হতো। গিরিশচন্দ্র ঘোষ সর্বপ্রথম এই বৈষম্যকে অন্তর দিয়ে অনুভব করে অগ্রণী ভূমিকা নিলে একটা সাধারণ অথচ স্থায়ী রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা, যেখানে আপামর সাধারণ নারী পুরুষ অভিনয় করা এবং অভিনয় দেখার সুযোগ পাবে। তিনি ১৮৭২ সালের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় সর্বপ্রথম পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ ' ন্যাশানাল থিয়েটারের ' প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর নতুন নতুন নাটক মঞ্চস্থ হওয়ার তাগিদ অনুভব করে তিনি শুরু করেন নাটক রচনা।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ ' ন্যাশনাল থিয়েটার ' প্রতিষ্ঠা করে নাট্য জগতে অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি করলেও বেশীদিন তিনি এখানে স্থায়ী হতে পারেনি। সহকর্মীদের সঙ্গে মতানৈক্য হওয়ায় তিনি এখানে থেকে বেরিয়ে নতুন দল গড়ে ছিলেন। যাইহোক, 'ন্যাশনাল থিয়েটার ' প্রতিষ্ঠার পর কয়েকটি অসুবিধার সহজ সমাধান হয়ে গেল। অভিনেতারা শুরু করলো টিকিট বিক্রী। তার দ্বারা সাধারণ দর্শকরাও আকর্ষণ অনুভব করলো এবং টিকিট বিক্রীর টাকায় নতুন নতুন নাটক মঞ্চস্থ করার মূলধন ও সংগৃহীত হতে থাকলো। তাছাড়া, অভিনেতাদের মধ্যেকার সুপ্ত প্রতিভাগুলি এর সংস্পর্শে এসে উজ্জ্বল হতে থাকলো। প্রেরণা জাগল নতুন নতুন নাট্যকারদের, গিরিশচন্দ্র ঘোষ অপ্রতিরোধ্য গতিতে সৃষ্টি করতে শুরু করলেন নতুন নতুন নাটক এর ফলে বাংলা নাট্য জগতে তিনি চিহ্নিত হয়ে গেলেন ধ্রুবতারারূপে।

বাংলা নাটক ও রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠাতা গিরিশচন্দ্র ঘোষ শেক্সপীয়ারের নাটকের প্রতি তার অশেষ আকর্ষণ ও ঋণের কথা স্বীকার করেছেন। শেক্সপীয়ারের নাটক থেকে কখনো পুরোপুরি, কখনো আংশিকভাবে তাঁর নাটকের প্রেক্ষিতে সংগ্রহ করেছিলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ ; যেমন 'স্বপ্নের ফুল' (A Midsummer Night's Dream), ' মনের মতন' (As You Like It)' জনা' (Coriolanus) ' ' 'সিরাজদ্দৌলা '(দ্বিতীয় রিচার্ড)। ভাষায়,নাট্য পরিস্থিতি নির্মাণে,প্লটের গঠনে, চরিত্র - চিত্রণে ও সর্বোপরি মঞ্চসজ্জা তথা নাট্যপ্রকরণে গিরিশচন্দ্র ঘোষ শেক্সপীয়ারের একনিষ্ট অনুগামী ছিলেন। 'গৈরিশ ছন্দ' ব্যবহারের ক্ষেত্রে তিনি শেক্সপীয়ারের ' ব্ল্যাঙ্ক ভার্স ' প্রয়োগের অনুরূপ ভাবনায় প্রাণিত।

প্রথম অধ্যায়:-

(ক)ট্র্যাজেডির সংজ্ঞা- ট্র্যাজেডি বলতে, সাধারণ লোকের বিয়োগান্তক বা বিষাদান্তক নাটকে বোঝায়। কিন্তু বিয়োগান্তক বা বিষাদান্তক নাটক-ই ট্র্যাজেডি নয়। ট্র্যাজেডি বলতে এক বিশেষ শ্রেণীর নাটকে বোঝানো হয়, যাতে থাকে এমন এক শীর্ষ ব্যক্তিত্ব, মানুষের অনিবার্য হেরে যাওয়া কাহিনী। যে মানুষ স্বাতন্ত্র্য মহিমাময়, কিন্তু অদৃষ্টের অনিবার্যতায় পীড়িত,অন্তরদ্বন্দ্বে ও বহিরদ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত এবং শেষ পর্যন্ত পরাভূত। তার সেই দুঃখ - যন্ত্রণা- সংঘাতময় জীবন কথা যে নাটকে বাস্তব রূপে প্রতিফলিত হয়,তাকেই ট্র্যাজেডি বলে।

'ট্র্যাজেডি' শব্দটি একটি গ্রীক শব্দ। গ্রীকদেবতা ডায়োনিসাস .এর বসন্তকালীন উৎসবে ছাগল বা ভেড়া বলিদানের সময় যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হত, তারই নাম ট্র্যাজেডি। এইরূপ বলিদানকে কেন্দ্র করে ডায়োনিসাসের উৎসবের যে করুন কাহিনীকে নাটকায়িত করে উপস্থাপিত করা হত - তাকেই ট্র্যাজেডি বলা হয়।' Tragoridia' থেকে ট্র্যাজেডি শব্দটি উৎপত্তি হয়েছে অনুমান করা হয়েছে।

গ্রীক দেশে প্রথম ট্র্যাজেডির উদ্ভব হয়েছিল। গ্রীক ট্র্যাজেডির আদি রূপকার হলেন থেসপিস। তাঁর পরবর্তী কালে ট্র্যাজেডিকারেরা হলেন - কোয়েরিলাস,প্লাতিনাস প্রমুখ ক্রমবিকাশের পথে পরবর্তী কালে ট্র্যাজেডির পরিণত রূপে প্রাপ্তি ঘটে গ্রীক নাটকের ত্রয়ী- ইস্কাইলাস, সোফোক্লেস, ইউরিপিডিস এর সমবেত প্রচেষ্টায়।

গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল তাঁর 'পোয়েটিক্স' গ্রন্থে ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ ট্র্যাজেডির সংজ্ঞা দিয়েছেন - "Tragedy, then, is imitation of an action that is serious and complete in itself, having a certain magnitude,not in a narrative from but in action, with pleasurable accessories,arousing pity and fear,and herewith it accomplishes to Catharsis '.

অর্থাৎ 'ট্র্যাজেডি হল একটি গম্ভীর, সম্পূর্ণ ও বিশিষ্ট আয়তনযুক্ত ক্রিয়ার অনুকরণ। ভাষার সৌন্দর্যে তার প্রতিটি অঙ্গ স্বতন্ত্র , এই ক্রিয়াটির প্রকাশরীতি বর্ণনাত্মক নয়, নাটকীয়,আর এই ক্রিয়া ভীতি ও করুণার উদ্রেক করে এবং তার মধ্যে দিয়ে অনুরূপ অনুভূতিগুলির পরিশুদ্ধি ঘটায় '।

(খ)ট্র্যাজেডির শ্রেণিবিভাগ :-

ট্র্যাজেডিকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে –

১ ধ্রুপদী (classical)

২ রোমান্টিক (Romantic)

৩ আধুনিক (modern)

ধ্রুপদী কে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে

১. গ্রিক(ইস্কাইলাস , সোফোক্লেস , ইউরিপিডিস)

২.রোমান (সেনেকার revenge নাটক)

৩. নব্য - ধ্রুপদী(neo classical বা heroic tragede , ডাইড্রেন , অটওয়ে)

রোমান্টিক ট্র্যাজেডিকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে

১ .রিভেঞ্জ ট্র্যাজেডি (কিড , গুয়েবস্টার , চ্যাপম্যান প্রমুখ)

২. ডোমেস্টিক ট্র্যাজেডি (হেউড , লিলো)

৩. এলিজাবেথীয় / শেক্সপীয়রীয় ট্রাজিডি (মার্লো, শেক্সপীয়ার প্রমুখ)

আধুনিক কে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে

১. সামাজিক ট্র্যাজেডি বা সমস্যা নাটক (social tragede problem play) (ইবসেন , বার্নাডশ , গলসওয়াদি , গ্যাভিল , বার্কার প্রমুখ)

২. কাব্য নাটক (poetic drama) (ইয়েটস , সিঞ্জ , এলিয়ট প্রমুখ)

(গ)ট্র্যাজেডির বিখ্যাত রচয়িতা:-

খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে গ্রীক নগররাষ্ট্র এথেন্সে ট্র্যাজেডি লাভ করেছিল তার পরিণত রূপ। যৌবনশক্তি ও মাদকতার প্রতিরূপ দেবতা সম্মানে আয়োজিত ও গীতউদ্দাম 'Dithyramb ' থেকে ক্রমবিকশিত ট্র্যাজেডি পূর্ণতা পেয়েছিল ইস্কাইলাস, সোফোক্লেস ও ইউরিপিডিস এর রচনায়।

১) ইস্কাইলাস:- ইস্কাইলাসের সাতটি নাটক আমরা পেয়েছি। যেগুলির মধ্যে সর্বাধিক পরিচিত 'বন্দী প্রমিথিউস '(Prometheus Bound),ও'আগামেমনন' (Agamemnon)।

২) সোফোক্লেস:- সোফোক্লেসের সাতটি নাটক যেগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য রাজা 'অয়দিপাউস'(King Oedipus), 'আন্তিগোনে'(Antigone),ও 'ইলেক্ট্রা '(Electra)।

৩) ইউরিপিডিস:- ইউরিপিডিস আঠারোটি নাটক - 'মিডিয়া' (Medea), এবং 'দি ট্রোজান উইমেন' (The Trojan Women) ইউরিপিডিসের দুটি বিখ্যাত ট্র্যাজেডি নাটক।

ঘ) ট্র্যাজেডির বৈশিষ্ট্য:-

অ্যারিস্টটল প্রদত্ত ট্র্যাজেডি সংজ্ঞা বিশ্লেষণের জন্য যে কয়েকটি লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য গুলি রয়েছে তা হল,
-

১) ট্র্যাজেডি সংজ্ঞায় অ্যারিস্টটল 'কর্মবৃত্তি' র অনুকরণের কথা বলেছেন; ব্যক্তি জীবনের অনুকরণ নয়। 'আখ্যানবস্তু' (mythos) ও 'নাট্যক্রিয়া' (praxis) এর মধ্যে প্রভেদ করেননি তিনি। 'নাট্যক্রিয়া'-ই রূপায়িত 'আখ্যানবস্তু' এবং তা রূপায়িত নাট্যচরিত্রের সঙ্গে সম্পর্কবদ্ধ। দি পোয়েটিক্স এর এয়োদশ অনুচ্ছেদের অ্যারিস্টটল 'জীবন' ও 'কমবৃত্তি' র অনুকরণ ট্র্যাজেডি রূপে চিহ্নিত করেছেন।

২) ট্র্যাজেডি 'কর্মবৃত্তি'-কে অনুকরণ করে তাকে অ্যারিস্টটল বলেছেন গুরু গম্ভীর বা 'serious', আর এখানেই 'কমেডি' বা হাস্যরসাত্মক নাটকের করুণরসাত্মক নাটকের পার্থক্য।হামফ্রি হাউস 'serious' শব্দটিকে ব্যাখ্যা করেছেন 'weighty' বা 'important' অর্থে। যে কোন অর্থই আমরা করি না

কেন, হাস্য পরিহাস চিন্তাকে অ্যারিস্টটল ট্র্যাজেডির পক্ষে

উপযুক্ত বলে মনে করেননি। শেক্সপীয়র-সহ এলিজাবেথীয় যুগের নাট্যকার ট্র্যাজেডি নাটকে হাস্যরস বা 'comic relief- এর যেসব উদাহরণ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ও আকর্ষণীয় তেমন মিশ্রণ ধ্রুপদী নাটকে চোখে পড়ে না।

৩) ট্র্যাজেডি action-কে হতে হবে স্বয়ংসম্পূর্ণ আদি মধ্য এই তিনটি পর্বে বিন্যস্ত হবে একটি সমগ্র ও নিটোল কাঠামো। অ্যারিস্টটল একটি সুপরিকল্পিত ও পূর্ণাঙ্গ নাট্য গঠনের অপরিহার্যতা উল্লেখ করেছিলেন। অবসম্ভাবিতা (necessity)ও সম্ভাব্যতা (probability)-র সূত্রে যা এক চূড়ান্ত ও অনিবার্য পরিণতিতে পৌছায়। আর এইভাবেই কাব্যনির্মাণক্রিয়া পরিস্ফুট করে সামান্য সত্যকে।

৪) নাটকের রূপায়িত 'ক্রিয়া' বা কর্মবৃত্তির থাকবে একটি 'মাত্রা' বা 'magnitude ' । এর থাকবে একটি মাপ বা দৈর্ঘ্য যাতে করে নাট্যক্রিয়া সংহত ও যুক্তিপূর্ণ বিন্যাসের এর মধ্যে দিয়ে সম্ভাব্য ও অসম্ভাব্য 'উপসংহার' উপনীত হতে পারে।

৫) ট্র্যাজেডি আলোচ্য সংজ্ঞা অ্যারিস্টটল অলংকরণের উপাদান রূপে বহুবিধ 'embellishments'- এর উল্লেখ করেছেন। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'ছন্দ' (verse) ও 'সুর' বা 'গীত' (song) কথোপকথন অংশের ছন্দ আর কোরাসের গানগুলিতে সুর সংযোজন করে থাকে আলংকারিক সৌন্দর্যের সুষমা।

৬) ট্র্যাজেডি অনুকরণরীতি বর্ণনাত্মক নয়, ঘটনার গতি ও পরিণতি তথা চরিত্র ও ঘটনার কার্যকারণ সম্পর্ক বদ্ধতায় নাটকোচিত প্রক্রিয়ায় তাকে উপস্থাপিত করতে হয়। অনুকরণ রীতির এই পার্থক্যে মহাকাব্য বা এপিকের সঙ্গে ট্র্যাজেডির প্রভেদ।

৭) আলোচ্য সংজ্ঞার শেষাংশে অ্যারিস্টটল ট্র্যাজেডি চূড়ান্ত উদ্দেশ্য বা কারনটি বিবৃত করেছেন। 'করুণা' (pity) ও 'শঙ্কা' (fear) উদ্রেক এবং উদ্রিক্ত অনুভব বা প্রক্ষোভের মক্ষোনের দ্বারা

চিত্তশোধন তথা মানসিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা ট্র্যাজেডি উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য। এই প্রসঙ্গে ব্যবহৃত 'catharsis' শব্দটি 'ভাবমোক্ষন'(Purgation of Emotions)'শুদ্ধিকরণ'(purification) ইত্যাদি বিভিন্ন অর্থে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

ট্র্যাজেডি সংঙ্গা নির্ণয় করার পর পূর্বোক্ত গ্রন্থের এই একই অনুচ্ছেদে অ্যারিস্টটল ট্র্যাজেডির উপকরণ সমূহের একটি তালিকা উপস্থিত করেছিলেন যে উপকরণগুলি করুনারসাত্মক নাটকের সমগ্র অবয়ব নির্মিত হয় যে দুট প্রত্যঙ্গের সার্থক সন্নিবেশে সেগুলি তালিকাবদ্ধ করেছিলেন অ্যারিস্টটল। এইভাবে- 'আখ্যান বস্তু' (Fable বা Plot) 'চরিত্র' (Character) 'চিন্তন' (Thought) ' 'মঞ্চসজ্জা' (Spectacle) 'ভাষা' (Diction) ও 'সুর' (Melody বা Song) | এদের মধ্যে 'আখ্যানবস্তু' 'চরিত্র' ও 'চিন্তন' উপকরণভুক্ত : 'মঞ্চসজ্জা' অনুকরণরীতি সংশ্লিষ্ট, 'ভাষা' ও 'সুর' উপাদান তথ্য মাধ্যমের অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়:-

(ক) শেক্সপীয়র ট্র্যাজেডি:- শেক্সপীয়রের ট্র্যাজেডি বলতে উইলিয়াম শেক্সপীয়রের লেখা অধিকাংশ বিয়োগান্তক নাটক গুলিকে বোঝায়। শেক্সপীয়রের অনেকগুলি ইতিহাসাশ্রয়ী নাটকও শেক্সপীরীয় ট্র্যাজেডির অনুরূপ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। কিন্তু এগুলি ইংল্যান্ডের ইতিহাস জুড়ে ছিটিয়ে থাকা বিভিন্ন ঐতিহাসিক চরিত্রের জীবনী অবলম্বনে রচিত বলে ফাস্ট ফলিও- তে এগুলিকে 'হিস্ট্রিজ' অর্থাৎ ইতিহাসাশ্রয়ী নাটক আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। রোমান ট্র্যাজেডি গুলিও (জুলিয়াস সিজার, অ্যান্টনি অ্যান্ড ক্লিওপেট্রা ও কোরিওলেনাস)ঐতিহাসিক ব্যক্তিবর্গের জীবনী অবলম্বনে রচিত। কিন্তু এগুলির উৎস সূত্র বিদেশি এবং প্রাচীন হওয়ায় এগুলিকে ইতিহাসাশ্রয়ী নাটকের পরিবর্তে 'ট্র্যাজেডি' আখ্যা দেওয়া হয়, রোমান্স নাটকগুলি শেক্সপীয়রের কর্মজীবনের শেষভাগে রচিত। এগুলি প্রথমে হয় ট্র্যাজেডি নয় কমেডি হিসেবেই প্রকাশিত হয়েছিল। এগুলির মধ্যে ট্র্যাজেডির কিছু কিছু উপাদান বিদ্যমান, যেমন এগুলিতে একজন উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন কেন্দ্রীয় চরিত্র থাকে কিন্তু তারাও শেক্সপীয়রীয় কমেডি গুলির মতোই মিলনান্তিক সমাপ্তির দিকে যান।

খ) শেক্সপীয়রের ট্র্যাজেডির বৈশিষ্ট্য:-

) তাঁর ট্র্যাজেডি গুলিতে রয়েছে নায়ক চরিত্রের প্রাধান্য। তাঁর নায়কেরা কেউই eminently good অথবা bad নয়, তারা প্রত্যেকে উচ্চ বংশজাত, অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত।ব্যাতিক্রম কেবল ওথেলো।

) অনেক উচ্চগুন সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও শেক্সপীয়ারের ট্র্যাজিক নায়কদের মধ্যে রয়েছে সেই রিত্রিক দুর্বলতা যা তাদের ভুল সিদ্ধান্ত নিতে প্ররোচিত করেছে এবং ট্রাজেডির বীজ উপ্ত করে য়েছে তাদের জীবনে।

) শেক্সপীয়ার নিয়তিকে অস্বীকার করেছেন। তিনি বিশ্বাস করেন মানুষের পরিনতির জন্য দায়ী সে জেই।

প্রতিটি ট্র্যাজিক চরিত্রই অশেষ গুনে সমন্বিত এবং তাদের চরিত্রের বিশালতা ও উদারতা সাধারণ নুষের পক্ষে অনধিগম্য।

তাঁর ট্র্যাজেডি গুলিতে সর্বত্রই নায়ক এবং নায়িকা উভয়েরই মৃত্যু দেখানো হয়েছে। নায়িকার ত্যুর মধ্য দিয়ে tragic পরিনতির উত্তরন ঘটানো হয়েছে।

শেক্সপীয়রের ভাবনায় খলনায়ক বা দুর্বৃত্তের একটি স্থায়ী আসন পাতা আছে।পাপ-পুন্য,স্বর্গ-নরক, ভাগ্য -দুর্ভাগ্য পাশাপাশি বিরাজমান।

তাঁর ট্র্যাজেডি গুলিতে প্রতীকের ব্যবহার রয়েছে। অনেকে মনে করেন ঝড় চিত্তবিক্ষোভের আর ীত মানসিক প্রশান্তির প্রতীক।

শেক্সপীয়রের ট্র্যাজেডি গুলি অবশ্যই ঘটনামুখর। তিনি খুব ভালো করেই জানতেন কোন ঘটনা ভাবে উপস্থাপনা করলে তা মঞ্চায়ন যোগ্য হয়,আর দর্শকের পক্ষথেকে নাট্যঘটনাকে কতখানি নাত্মক হওয়া জরুরি।

তৃতীয় অধ্যায়:-

নীলদর্পণ (১৮৬০) :-

ট্র্যাজেডি হল আদি - মধ্য - অন্ত যুক্ত লোক উদ্বেল জীবনভাষ্য। অ্যারিস্টটল বলেছেন, ট্র্যাজেডির ঘটনাকে এমনভাবে পরিবেশন করতে হবে, যাতে দর্শকের মনে ভয় ও করুণার উদ্রেক হয়। ড. শিশির কুমার দাস গ্রীক ভাষায় লেখা " পোয়েটিক্স" গ্রন্থ থেকে ট্র্যাজেডির সংঞ্জাটিকে বাংলায় অনুবাদ করেছেন এইভাবে - " ট্র্যাজেডি হল একটি গম্ভীর সম্পূর্ণ ও আয়তন বিশিষ্ট ক্রিয়ার অনুকরণ, ভাষার সৌন্দর্যে তার প্রতিটি অঙ্গ স্বতন্ত্র, এই ক্রিয়াটির প্রকাশরীতি বর্ণনাত্মক নয়, নাটকীয়, এবং তার মধ্য দিয়ে অনুরুপ অনুভূতি গুলির পরিশুদ্ধি ঘটায়।"

পাশ্চাত্য আদর্শে ট্রাজেডির দুরকম, গ্রীক ও শেক্সপীয়রীয়। গ্রীক ট্র্যাজেডিতে নিয়তির কাছে পুরুষকারের পরাজয় প্রধান হয়ে ওঠে। অন্যদিকে শেক্সপীয়রীয় ট্র্যাজেডিতে কোন ব্যক্তিচরিত্রের প্রচ্ছন্ন কোনো মানসিক দুর্বলতার কারণে নিজের পতনকে অনিবার্য করে তোলে।আমাদের দেশে ট্র্যাজেডির ধারণা এসেছিল শেক্সপীয়রীয় নাটক থেকে। দীনবন্ধু তাঁর নাটক রচনায় শেক্সপীয়রীয় রীতির দ্বারা প্রভাবিত। তবু তাঁর " নীলদর্পণ"অনেকের মতেই ট্র্যাজেডির মহিমা থেকে বঞ্চিত। এবার আমরা আলোচনা করে দেখব নীলদর্পণ ট্র্যাজেডি কিনা?

শেক্সপীরীয় নাটকে ট্র্যাজেডির বীজ উপ্ত থাকে নায়ক চরিত্রে তার চরিত্রে কোনো ছিদ্র পথেই ট্র্যাজেডি তরান্বিত হয়। কিন্তু 'নীলদর্পন'-এ নায়ক চরিত্র তেমন অসাধারণ নয়। এই নাটকে ট্র্যাজেডির অনেক উপকরন আছে। তবে সেই উপকরন গুলিকে সার্থক ট্র্যাজেডিতে রূপ দান করা হয়নি যেমন অসহায় প্রজাদের উপর নীলকরদের প্রবল অত্যাচার নিয়েই নাট্যপ্লটটি গড়ে উঠেছে। তার প্রমান পাই সাধু চরনের উক্তিতে-

"ধানের ভুঁইয়ে নীল করেনি বলে দক্ষিন পাড়ার মেজো সেজো দুই ভাইকে ধরে সাহেব বেটা আর বৎসর কি মারটি মেরেছিল, উহাদের খালাস করে আনতে কতকষ্ট, হাল গরু বিক্রি হয়ে যাই ওই চটেই দুই মোড়ল গাঁ ছাড়া হয়।"

নাটকে উল্লেখ্য বসু পরিবার এই অত্যাচারেই বিধ্বস্ত হয়েছে। গোলক বসু মিথ্যা মামলার অসন্মান এড়াতে আত্মহত্যা করেছে। উড্ সাহেবের লাঠির আঘাতে নবীন মাধবের মাথা ফেটে অজস্র রক্তক্ষরন হেতু অকাল মৃত্যু বরন করেছেন-

"বড়সাহেব উঠিয়া জমাদারকে একটা ঘুসি মারিয়া তাহার হাতের লাঠি লইয়া বড়বাবুর মাথাই মারিল, বড়বাবুর মস্তক ফাটিয়া গেল .....।"

স্বামি পুত্রের আকস্মিক মৃত্যুতে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে সাবিত্রী দেবী পুত্রবধূ সরলতার গলা টিপে হত্যা করেছেন- "আবার ডাকচিস্, আবার ডাকচিস্ (দুই হস্তে সরলতার গলা টিপে ধরিয়া ভূমিতে ফেলিয়া) পাজি বিটি, যম সোহাগি, এই তরে মেরেফেলি।"

ও পরে প্রকৃত অবস্থায় ফিরে অনুতাপে মৃত্যু বরন করেছেন। অন্যদিকে সাধুচরন ঘোষের কন্যা ক্ষেত্রমনি সাহেবের অত্যাচারে গর্ভপাত হেতু শয্যাকন্ট কী রোগে মারাগেছে এভাবেই নাটকে দেখানো হয়েছে দুই পরিবারের ওপর পীড়নের মর্মন্তুদ পরিনাম। এতগুলি মৃত্যু করুন রসের সঞ্চার ঘটালেও তা সার্থক ট্র্যাজেডি হয়ে ওঠেনি।

সাধারণ ভাবে আমরা বলতে পারি নাটকের আখ্যান বিয়োগান্তিক ও করুন রসাত্মক।কৃষকদের সামগ্রিক পরিণতির কথা ভেবে দীনবন্ধু এই নাটকে ব্যাক্তির পরিবর্তে গোষ্ঠী জীবনের ট্র্যাজেডি অঙ্কন করতে চেয়েছেন,কিন্তু নাটকের শেষে গলোকবাবু, ক্ষেত্রমনি, নবীন মাধব, সরলতা ও সাবিত্রীর যে পর পর মৃত্যু ঘটেছে তাতে ট্র্যাজেডির ঐশ্বর্য অনেকাংশে স্লান হয়েছে।

ট্র্যাজেডি নাটকে নায়কের দৃঢ়তা নবীন মাধবের মধ্যে পাওয়া যায় না। তার চরিত্রে অনেক নৈতিক গুণাবলী আছে, যা তাকে শ্রদ্ধেয় করেছে - যেমন প্রজাহিতৈষিতা, নির্ভীকতা, সহমর্মিতা, ধর্মভীরুতা, পারিবারিক বন্ধন, কর্তব্যবোধ প্রভৃতি।কিন্তু তার মানসিক দৃঢ়তার তেমন পরিচয় নাটকে পাওয়া যায় নি। ক্ষেত্রমনিকে উদ্ধারের মুহূর্তে নবীন মাধব বলেছে - " তোরাপ, মারবার আবশ্যক কি, ওরা নির্দয় বল্যে আমার নির্দয় হওয়া উচিত নয়; আমি চলিলাম।"

তিনি স্থির বিচার বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে যদি দানবের সঙ্গে সংগ্রাম গোটা সমাজকে প্রতিরোধের ভাবনায় ভাবিত করে তুলতেন এবং তাতে ব্যর্থ হতেন তবে এটি সার্থক ট্র্যাজেডি হত।কিন্তু তা না হয়েই নাটকে করুনরস বেড়ে গেছে।

ট্র্যাজিক রসের গভীরতা ও গাম্ভীর্যতা বৃদ্ধি না পেয়ে নাটকে ক্রমশ তা লঘু ও হালকা হয়ে ট্র্যাজিক রসকে ব্যাহত করেছে এছাড়াও চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্বের গভীরতা না থাকায় এবং নাটকের শোকে মৃত্যুর আধিক্য যেভাবে ভয়ের সঞ্চার করেছে তাতে নাটকটি ট্র্যাজেডি হয়ে ওঠেনি।

' নীলদর্পণ ' ট্র্যাজেডি না হলেও, এর মূল রস যে করুনরস এ বিষয়ে আমাদের মনে কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকে না। সুশীল কুমার দে যথাথ্ই বলেছেন -

" ট্র্যাজেডি হউক বা না হউক, নীলদর্পনের করুণরস অলীক বা অসত্য হয় নাই।"

কৃষ্ণকুমারী (১৮৬০) :-

বিভিন্ন চিঠি পত্র থেকে জানা যায় মধুসূদন ইতিহাসকে আশ্রয় করে একটি রোমান্টিক ট্র্যাজেডি রচনার উদ্দেশেই তাঁর ' কৃষ্ণকুমারী ' নাটকটি লিখেছিলেন। কিন্তু এর বিষাদময় পরিণতি পাঠক দর্শকের মনে কারুণ্য সৃষ্টি করলেও ট্র্যাজেডির সুর সৃষ্টি করেনি।কারণ ভিমসিংহ বা কৃষ্ণকুমারী কোনো চরিত্রই প্রতিকূল শক্তির সঙ্গে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে পতনের দিকে এগিয়ে যায়নি। তবু প্রশ্ন অনুসারে ভিনসিংহ চরিত্রটি আলোচনার অপেক্ষা রাখে।

ভিমসিংহের প্রথম সাক্ষাৎ পাওয়া যায় নাটকের ২/১ গর্ভাঙ্ক এ। প্রথম থেকেই বোঝা যায় যে চরিত্রটি অত্যন্ত দুর্বল ও অসহায়,যা ট্র্যাজেডির নায়কের পক্ষে উপযুক্ত নয়। ' মেঘনাদ বধ কাব্য ' - তে শুরুতেই কবি রাবণ চরিত্রে যে বীরত্ব ও পৌরুষের পরিচয় দিয়েছেন এবং তারপর নানা ঘাত - পতিঘাতের মধ্যদিয়ে তাকে যেভাবে পরাজয় মেনে নিতে হয়েছে তাতে রাবণ কে ট্র্যাজেডির মর্যাদা দেওয়া হয়।এমন কোনো প্রয়াস ভিমসিংহের চরিত্রে নাই।যদিও তিনি স্ব গৌরবে বলেছেন, "
আমি ভুবন বিখ্যাত শেল রাজের বংশধর"।

তবু দেশরক্ষার জন্য তিনি সংগ্রামে অবতীর্ন হননি। বরং ত্রিরিশ লক্ষ মুদ্রার বিনিময়ে মহারাষ্ট্র পতির সঙ্গে সন্ধি করে পত্নী অহল্যাবাঈকে বলেছেন, " দেবী, এ সংবাদে রাজা দুর্যোধনের মতো আমার হর্ষবিষাদ হল"।

এই সন্ধিকে তিনি কুলদেবতা এক লিঙ্গের কৃপা বলেই মনে করেছেন। কিন্তু সাময়িক শত্রুর ভয়ে ভীত থেকেছেন এবং বাইরে দুন্দুভি শুনেই তিনি ভীত হয়ে ভৃত্য কে বলেন,- "এ আবার কি বিপদ উপস্থিত হল দেখ! মহারাষ্ট্রপতি সন্ধি অবহেলা করে আবার যুদ্ধে পবিত্র হলেন নাকি "?

এরপর ৩/২ গর্ভাঙ্ক এ কৃষ্ণাকে বিবাহের জন্য মানসিংহ ও জগৎসিংহের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হলে তিনি মানসিংহের পক্ষ নিতে চেয়েছেন,কারণ না হলে দেশের সর্বনাশ হবে।

ভিমসিংহ বারবার দুর্বল ও অসহায় মানুষের মতো ভাগ্য ও ভগবানের দোহায় দিয়েছেন,-

১. ১/১ গর্ভাঙ্ক এ তপস্বিনী বলেছেন,- '...... ভাগ্যবতী, আমরা কি আর এ আপদ হতে কখনো অব্যাহতি পাবো?.... আর ভাগ্যে যা আছে, তাই হবে।"

2. ৩/২ গর্ভাঙ্ক এ বলেছেন,- " এসব কেবল আমার কপাল গুণে ঘটে"।

এইভাবে প্রায় প্রতিটি কাজের পেছনেই ভাগ্য ও ভগবানের দোহাই দিয়ে বসে থাকাটা ট্র্যাজেডির নাটকের কাজ নয়।

দেশের দূরবস্থা ও রাজকর্তব্য সম্পর্কে ভিমসিংহ যে সচেতন ছিলেন তা তার উক্তি থেকে জানা যায়। তিনি রানী অহল্যাবাঈ কে বলেছে,- লোকে যাকে নরপতি বলে, বিশেষ বিবেচনা করে দেখলে সে নরদাস বৌ নয় " ।

কিন্তু তার মধ্যে আমরা রাজার পরিচয় পাই না বরং ৫/১ গর্ভাঙ্ক এ তার দুর্বল চিত্তের প্রকাশ পেয়েছে। তিনি মন্ত্রীর কাছে খবর পেয়েছেন, অসি স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা করেছেন যে হয় তিনি রাজকুমারীকে

বিবাহ করবেন, নতুবা উদয়পুর ধূলিসাৎ আবার জগৎসিংহেরও সেই প্রতিজ্ঞা। এ কথা শুনে ভিমসিংহ নিজের অসহায়তা প্রকাশ করে বলেছেন,- " ..... আমার যদি এমন অবস্থা না হত তাহলে কি এরা এতো দর্প কত্যে পারতেন? দেখ আমার কোষাগার অর্থশূন্য, সৈনবীর শূন্য, সুতরাং আমি অভিমুন্নুর মতো এ সপ্তরথীর মধ্যে যেন নিরস্থ হয়ে রয়েছে; তা আমার সর্বনাশ করা কিছু বিচিত্র কথা নয়; হে বিধাতা! এ অপমান আর আমাকে কতদিন কত্যে হবে? শমন আমকে কতদিন গ্রাস করবেন "?

এরপর তিনি মন্ত্রীর কাছে কোনো এক অজ্ঞাত নামার পত্র এবং সেই অনুসারে কৃষ্ণাকে বিসর্জন হবার কথা শুনে বিচলিত হয়েছেন।এই কাজ তার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। অন্যদিকে একথাও তিনি বুঝতে পেরেছেন যে,- " না না - কৃষ্ণা থাকতে এ বিবাদ মেটে এমন তো কোনো মতেই বোধ হয় না।আর এ বিবাদ ভঞ্জন না হলেও সর্বনাশ "।

পরিশেষে সামগ্রিক বিচারে বলা যায় যে," কৃষ্ণকুমারী " নাটকে ভারতীয় পুরাণের প্রতি অনুরাগ এবং পাশ্চাত্য নাটকের প্রতি শ্রদ্ধা একত্রে কাজ করেছিল।

চতুর্থ অধ্যায়:-

গিরিশচন্দ্র ঘোষের নির্বাচিত নাটকে শেক্সপীয়রের ট্র্যাজেডির প্রভাব-

সিরাজদ্দৌলা(১৯০৫) :-

১৩১২ সালে, ২৪শে ভাদ্র শনিবার মিনার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত। নাটকটি ১২ টি অঙ্ক এবং ৩৬ টি গর্ভাঙ্ক নিয়ে ১৯০৫ সালে রচিত হয়।

নাট্যাংশটি ঘটনারর্ত নবাবের দরবার কক্ষেই সীমায়িত। সেখানে সিরাজ মধ্যমণি, তিনি সিংহাসনে উপবিষ্ট। তার কর্মচারীরা যথাস্থানে বসে তাকে সঙ্গদান করছেন। সভাসদদের মধ্যে মিরজাফর, মোহনলাল, মিরমদন, রায়দুর্লভ একপাশে দন্ডায়মান এবং অন্যদিকে রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, ওয়াটস্ ও মঁসিয়ে লা যথারীতি আসন্ন একটি উৎকন্ঠিত পরিস্থিতির অপেক্ষায় অপেক্ষমান। আর গোলাম হোসেন নবাবের পায়ের কাছে বসে আছে। মহামান্য নবাবের কাছে ওয়াটসের অভিসন্ধি মূলক কার্যক্রম ধরা পড়ে গেছে। নবাব তাকে পূর্ব ইতিহাস স্মরণ করিয়ে কলকাতা-বিজয় কাহিনী, ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে সন্ধির শর্তসমূহ উল্লেখ করে তাঁরই আশ্রিত কোম্পানির দূত ওয়াটসকে তোপের মুখে উড়িয়ে দেওয়ার ভীতি প্রদর্শন করেছেন। ওয়াটসের আপাত বিনয়ের নির্মোক খসিয়ে তাদের আকাশস্পর্শী স্পর্ধার রূপরেখা আঁকতে গিয়ে মুন্সিজিকে দিয়ে অ্যাডমিরাল ওয়াটসনের পত্রপাঠ করে শুনিয়েছেন এবং অ্যাডমিরাল ওয়াটসনের সঙ্গে তাঁর গোপন পত্রালাপের প্রসঙ্গ উদ্ধার করেছেন। শুধু তাই নয় নবাবের প্রতি ওয়াটস্ ও কোম্পানির প্রত্যক্ষ অনাস্থার রুপরেখা ফুটিয়ে তুলেছেন।

সিরাজ তাদের ইংরেজ, ফরাসি, পোর্তুগিজ প্রসঙ্গ পরিহার করে নিজেদের কথা ভাবতে অনুরোধ করেছেন। তিনি জানিয়েছেন যে, তাদের দেওয়া সকল অভিযোগ ও কটূক্তি অবনত মস্তকে তিনি গ্রহণ করেছেন। কিন্তু, সভাসদদের মধ্যে জগৎশেঠ নবাবকে উপর্যুপরি একপাক্ষিক দোষারোপে অব্যাহত থেকেছেন। তাদের বক্তব্য তারা কেউ মিথ্যা কলঙ্ক রটায়নি। বাংলার দুর্দশার জন্য তারা সিরাজের ওপরেই সমধিক দায়ভার চাপিয়ে দেন। এরপর পৌরুষচিত ব্যক্তিত্বে বলীয়ান সিরাজ তাদের বিরুদ্ধে সক্রিয় হওয়ার ভঙ্গিতে হোসেন কুলি খাঁ এবং শওকত জঙের মৃত্যুর প্রসঙ্গ উপস্থাপন করেছেন। এদিকে মিরজাফর রাজা রাজবল্লভের অবমাননার অজুহাতে নবাবের বিশ্বস্ত অনুচরদ্বয় মিরমদন ও মোহনলাল নবাবের অপমান সহ্য করতে না পেরে মিরজাফর ক্ষুব্ধ হয়ে তাদের 'নীচ' বলে আখ্যাত করেছেন। ক্রমশ উওপ্ত বাকবিতন্ডার ফলশ্রুতি হিসেবে মিরজাফর, রাজবল্লভ, উমিচাঁদ, রায়দুর্লভ সকলে দরবার ত্যাগ করে সিরাজের প্রতি বিদ্রোহ ঘোষণা করার উপক্রম প্রকাশ করেন, তখন পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে যেতে দেখে সিরাজ আপন ব্যক্তিত্বের স্ফুরণে মিরজাফরের সঙ্গে ওয়াটসের গোপন পত্রালাপের সংবাদ পেশ করেন রাজসভায়। রাজদ্রোহীর প্রতি কেমন আচরণ করা সমীচীন তা জিজ্ঞাসা করেন স্বয়ং দোষীদের।

মুরশিদাবাদের নবাবের দরবার কক্ষে দুটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। রাজ অনুচর মোহনলাল, মীরমদন,গোলাম হোসেন সিরাজের হিতাকাঙ্ক্ষী অন্যদিকে মীরজাফর, রায়দুর্লভ, রাজবল্লভ জগৎশেঠ প্রমুখ বিশ্বাস ঘাতক যারা মূলত কোম্পানির কার্যকলাপকে সর্মথন ও নবাবের সিদ্ধান্তকে দোষারোপ করে সিরাজকে ক্ষমতাচ্যুত করার ষড়যন্ত্র করেছে। সিরাজ সেই চক্রান্ত বুঝতে পেরে তথ্য প্রমাণ সহ দরবারে তাঁদের মুখোশ খুলে দিয়েছে। ফরাসি প্রতিনিধি মঁসিয়ে লা ইংরাজি ফরাসি বাণিজ্য কুঠি আক্রমণ করলে নবাব দরবারে সাহায্য প্রার্থনায় উপস্থিত হলে নবাব ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন।

অল্পদিনেই সিরাজ বুঝতে পেরেছেন দেশ ও জাতির স্বরূপ। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ক্রমে ক্রমে সৈন্য সমাবেশ করেছেন এবং নবাবকে অস্বীকার করে ক্ষমতা প্রর্দশন করেছেন। সিরাজের মসনদ প্রাপ্তিকে ঘিরে জমে ওঠা ক্ষোভ আজ প্রতি মূহূর্তে অঙুলি করে নবাবের দুর্বলতার প্রতি তাঁর অপরিণামদর্শী আচরণের প্রতি। নবাব বুঝেছেন তাঁর বিশ্বাস ঘাতক পরিষদ দের মদতেই জাতির

স্বাধীনতার সূর্য অস্ত যেতে বসেছে। তবুও তিনি তাদের শাস্তি না দিয়ে সম্মিলিত ভাবে কোম্পানির শক্তিকে পরাস্ত করার ডাক দিয়েছে। ধর্মীয় স্বাধীনতার উর্ধ্বে উঠে প্রকৃত সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ে দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় সকলকে আহ্বান জানিয়েছেন।

কেবল বিশ্বাস ঘাতক পরিষদ দের সঙ্গে নয়, সিরাজকে লড়তে হয়েছে মাসি ঘটেসি বেগমের অন্ধ আক্রোশের সঙ্গে। পুত্র শোকে ঘটেসি বার বার সিরাজকে অভিশাপ দিয়েছে। এই দুঃখের কথা নবাবের স্ত্রীর কাছে এসে সিরাজ বলে দুঃখিত হয়। তাই পলাশির প্রান্তরে লেখা হতে চলেছে বাংলার রক্তক্ষয়ী অধ্যায় সিরাজদ্দৌলা। সিরাজ বলেছেন যে।পলাশি।লাখে লাখে পলাশ - ফুলের অগ্নি -বরণে কোনোদিন হয়তো পলাশির প্রান্তর রাঙা হয়ে থাকত, তাই আজও তার বুকে রক্তের তৃষা। জানি না, আজ কার রক্ত সে চায়। পলাশি, রাক্ষসী পলাশি।

বলিদান (১৯০৫) :-

পাঁচ অঙ্কে বিশিষ্ট গিরিশচন্দ্র ঘোষের চতুর্থ সামাজিক নাটক 'বলিদান' প্রথম অভিনীত হয় মিনার্ভা থিয়েটারে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে ৮ ই এপ্রিল। নাটকটি গ্রন্থাগারে প্রকাশিত হয় ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে ৫ ই জুন।নাটকটিতে মোট গর্ভাঙ্ক সংখ্যা ৩৩ টি এবং মোট গানের সংখ্যা ৮ টি। নাটকটি তিনি সার দাচরণ মিত্রকে উৎসর্গ করেন। বাঙালি হিন্দু বিশেষত কুলীন কায়স্থ সমাজে বিবাহপ্রথা ও পণপ্রথার এক মর্মান্তিক শোচনীয় চিত্র গিরিশচন্দ্র এই নাটকে এঁকেছেন। এই নাটকের মূল বক্তব্য হল -

"বাঙ্গালায় কন্যা সম্প্রদান নয় বলিদান"

১)' বলিদান ' নাটকের ট্র্যাজেডি গড়ে উঠেছে করুণাময়ের চরিত্রকে কেন্দ্র করে। তাঁরই সাজানো সংসারের নষ্ট হয়ে যাবার চিত্র ধাপে ধাপে প্রতিফলিত হয়েছে এ নাটকের নানা দৃশ্যে। কিন্তু ট্র্যাজেডির নায়কের মানসিক দৃঢ়তা, প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের অনমনীয় ইচ্ছা ' বলিদান ' নাটকের করুণাময় চরিত্রে পাই না। প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যেই তিনি হাল ছেড়ে দিয়ে বসে আছেন যেন। বাপ হয়ে তিনি কন্যার ' মৃত্যু- কামনা ' করেছেন, কারণ তিনি দেখে শিখেছেন -

"ওঃ দুনিয়ার টাকাই সর্বস্ব ! হায় হায়, যদি বঙ্গজ প্রভৃতি কায়স্থের সঙ্গে বিবাহ - প্রথা চলন হয়, তা হলে বোধ হয় অনেকটা সুবিধা হয়। কিন্তু সমাজ তা কি দেবেন ? ধর্মভীতু সমাজ বলেন, জাত যাবে, কথা উত্থাপন হলে নাক সেটকান, এ দিকে যে ঘরে ঘরে সর্বনাশ, তা দেখেন না !"

২) রূপচাঁদ বারবার চেয়েছে টাকার জোরে করুণাময়ের মেয়ের সঙ্গে নিজ কুঁজওলা পুত্র দুলালের ইচ্ছানুসারে বিয়ে দিতে - কিন্তু করুণাময় দৃঢ়ভাবে তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। ভেতরে ভেতরে ভেঙে পড়লেও যতক্ষণ চাকরি বিষয়ে কোনো দুর্ভাবনা না ছিল ততক্ষণ করুণাময়কে নোয়াতে পারেনি রূপচাঁদ। পাওনাদারদের সঙ্গে যুক্তি করে বেলিফ ডাকিয়ে করুণাময়কে ধরিয়ে দেবার নাম করে সে তার দেনা শোধ করে তাকে নিজ ইচ্ছানুযায়ী চলতে বাধ্য করে। দুলালচাঁদের সঙ্গে জ্যোতির বিবাহের চুক্তি পত্রে স্বাক্ষর করে। বাড়িতে এসে সে দেখে চরিত্রবান উদারচেতন কিশোর এগিয়ে এসেছে জ্যোতিকে বিয়ে করতে। করুণাময় তখনই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন আত্মহত্যার। সংসারকে বাঁচাবার জন্য নিজেকে বলি দেবেন ঠিক করেন। ফলে বারবার বলতে থাকেন -

" সহজ উপায় - অতি সহজ উপায়, ভাবনার তো আর কিছু নাই। বাড়ি পেয়েছি, টাকা পেয়েছি, দেনা শোধ হয়েছে, তবে আর ভাবনা কি ! বলিদান দিতেই হবে - বলিদান দিতেই হবে ; একটা বলি ,যে বাড়ির যে প্রথা।"

রূপচাঁদের তিরস্কার করুণাময়ের আত্মবলিকে ত্বরান্বিত করেছে মাত্র।না হলে কথার খেলাপের যন্ত্রনায় করুণাময় আগেই অন্তরে মারা গিয়েছিলেন। করুণাময়ের প্রচুর অর্থ না থাকলেও সম্মান ছিল - রূপচাঁদ, দুলালচাঁদের মত ধূর্ত ব্যক্তি, উকিল, বেলিফ প্রমুখ ব্যাক্তিরা ও তাঁর সততা সম্পর্কে নিঃসন্দেহে - সেই সম্মানের স্বর্গ থেকে তাঁর পতন ঘটে জ্যোতির বিয়েকে কেন্দ্র করে, ফলে - অর্থ

যেটুকু ছিল তা শেষ হয়েছে কিরণের বিয়েতে , মনোবল যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তা গিয়েছে কিরণের বিয়েতে - একে সৌভাগ্যের শীর্ষদেশ থেকে দুর্ভাগ্যের অতল গহ্বরে পতন ছাড়া আর কী-ই বা বলা যায়।

৩) করুণাময় বাহ্যিক ভাবেও সক্রিয় - সক্রিয় অন্তরেও । ' বলিদান ' সামাজিক নাটক , তাই অস্ত্রহাতে লড়াই -ই তাঁর সক্রিয়তার পরিচায়ক নয় তিনি প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে রাখতে চেয়েছেন ।আবার তাঁর দুর্ভাগ্যকে ঘিরে দর্শক হৃদয়ে জেগেছে pity এবং fear ভাব । কারণ doing এবং suffering এই নাটকে যেটুকু আছে তা কেবল তাঁকে ঘিরেই । জবির চরিত্রটি এই ট্র্যাজিক বোধকে আরও গাঢ়তর করেছে ।

৪) বাঙালির চারিত্রধর্ম অনুসারে দুঃখের কথায় করুন রসের বাড়াবাড়ি লক্ষিত হয়ে থাকে । তাই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে খুব কম সংখ্যক নাটকেই গ্রীক ট্র্যাজেডির মর্মান্তিক অন্তর্দাহ অথচ অশ্রুহীন চোখের তীব্র প্রদাহ পরিলক্ষিত হয়। ' বলিদান ' নাটকটিকে খাঁটি ট্র্যাজিডি বলা মুশকিল । তবে সামান্য ত্রুটি বিচ্যুতি সত্ত্বেও বাঙালী মানসের উপযোগী এক সামাজিক ট্র্যাজিডি রূপে গিরিশচন্দ্রের ' বলিদান ' নাটককে অভিহিত করায় দ্বিধা নেই ।

প্রফুল্ল :-

১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দের ২৭ এপ্রিল স্টার থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয় গিরিশচন্দ্র ঘোষের অসাধারণ জনপ্রিয় নাটক প্রফুল্ল।নাটকটির বিষয়বস্তু গৃহীত হয় তারকনাথ গাঙ্গুলির'স্বর্ণলতা'উপন্যাস থেকে।

প্রফুল্ল নাটকটি একটি পঞ্চাঙ্ক নাটক ও ২৪ টি গর্ভাঙ্ক এবং মোট ৪ টি গান বিশিষ্ট।

নাটকের শুরুতেই আমরা দেখতে পাই যোগেশ কলকাতার একজন ধোনি ব্যবসায়ী।একান্নবর্তী পরিবারে তাঁর স্ত্রী জ্ঞানদা এবং পুত্র যাদব ছাড়া আছেন বিধবা মা উমাসুন্দরী , দুই ভাই রমেশ ও সুরেশ এবং রমেসের স্ত্রী প্রফুল্ল। রমেশের কোন সন্তান নেই নেই , সুরেশ অবিবাহিত । যোগেশ তাঁর একক চেষ্টা ও সাধনায় খুব সামান্য অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে অর্থবান হয়ে উঠেছেন।শুধু তাই নয় একান্নবর্তী পরিবারের গৃহকর্তা হিসেবে সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব পালন করেছেন ।মেজভাই রমেশকে মানুষ করে এর্টনী করেছেন। নানা বৈষয়িক বিষয়ে বিলি ব্যবস্থা করে আশ্রিত এবং অনুগৃহীতদের যথাযোগ্য বন্দোবস্ত করে মাতা উমাসুন্দরীর বাসনা অনুযায়ী তাঁকে বৃন্দাবন পাঠানোর ব্যবস্থার জন্য উদযোগী হয়েছেন । যোগেশের জীবনের সাফল্যের মূলে রয়েছে তাঁর সততা ও সত্যবাদীতা। সততার সঙ্গে ব্যবসা করেও যে প্রাচুর্য আনা যাই যোগেশ তা প্রমাণ করেছেন । এইখানেই নাটকের যবনিকা উত্তোলন । যোগেশ যখন তাঁর মাতাকে নিয়ে উদযোগ - আয়োজন সম্পূর্ণ করে ফেলেছেন , এমন সময়ে অকস্মাৎ খবর পেলেন ----- তাঁর যথাসর্বস্ব জমা ছিল যে রিইউনিয়ন ব্যাঙ্কে , সেই ব্যাঙ্ক ফেল হয়েছে এবং তাঁর সারা জীবনের সঞ্চিত অর্থ বিনষ্ট হয় গেছে ।

বরাবরই যোগেশের সামান্য মদ্যপানের অভ্যাস ছিল । এই বিপর্যয়ের সংবাদ শুনে যোগেশ মদ্যপানের মাত্রা বাড়িয়ে দিলেন । শুধু তাই নয় , এই বিপর্যস্ত অবস্থার মধ্যে পড়ে যোগেশ তাঁর আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয় পড়লেন । তিনি মেজ ভাই রমেশকে ডেকে সমস্ত বিষয়সম্পত্তি বিক্রি করে ব্যবসা-সংক্রান্ত পাওনা গন্ডা মিটিয়ে দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন । রমেশ শুধু এর্টনী নয় , স্বার্থপর , কুটবুদ্ধিসম্পন্ন , হীনচেতা একটি চরিত্র । সে কৌশলে ভাইয়ের সম্পত্তি বেনামীতে লিখিয়ে নিজের করে নিতে চাইল।

অন্যদিকে প্রফুল্ল ছোট দেওর সুরেশের মতলব অনুযায়ী একজোড়া মাকড়ি স্যাকরার কাছে বাধাঁ দিয়ে যোগেশের ওষুধের জন্য ব্যবস্থা করতে বলল । রমেশ তা টের পেয়ে চুরির অভিযোগে সুরেশকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিল। যোগেশের কানে এই সংবাদ পৌছোল , কিন্তু তিনি কেবল অধীর হয়ে মদ খেয়ে সমস্ত কথা ভুলে থাকতে চাইলেন । মাতৃভক্ত যোগেশ , আদর্শ স্বামী যোগেশ সমস্ত কিছু বিসর্জন দিয়ে সমস্ত উপরোধ - অনুরোধ অগ্রাহ্য করে মদের মধ্যে ডুবে রইলেন। মাতাল অবস্থায় যোগেশকে দিয়ে বাড়ীর বেনামি মর্টগেজ করার কাগজপত্রে সই করিয়ে নিল। সেই দলিলে রেজেষ্ট্রি করিয়ে নিল রমেশ জ্ঞানদা ও উমাসুন্দরীকে ভুল বুঝিয়ে যোগেশকে তাঁদের দ্বারা অনুরোধ করিয়ে নিয়ে । এর ফলে পাওনাদারেরা তাদের পাওনা থেকে বঞ্চিত হল। এই ঘটনায় যোগেশ অত্যন্ত অনুতপ্ত হয়ে মদ্যপানের মাত্রা বাড়িয়ে সমস্ত কিছু ভুলে থাকতে চাইলেন। ফলে যোগেশ অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় বিরাজ করতে লাগলেন।

এর মধ্যে একটা খবর শোনা গেল, দিন পনেরোর মধ্যেই নাকি ব্যাঙ্ক খানিকটা সামলে নিয়ে কিছু কিছু টাকা মিটিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করবে । কিন্তু এই খবর রমেশ জানতে পেরে কৌশলে যোগেশের কাছে গোপন রাখলো। অন্যদিকে রমেশ চুরির দায়ে অভিযুক্ত সুরেশকে দিয়ে তার বিষয়ের অংশ লিখিয়ে নিতে চাইল আপিল করবার লোভ দেখিয়ে । কিন্তু রমেশের এই ছলনা সুরেশ টের পেয়ে গেল, রমেশের সঙ্গে কুটবুদ্ধিসম্পন্ন " ডাক্তার " কাঙ্গালীচরণকে দেখে । এই মতলব আচঁ করে সই করতে অস্বীকার করলো। কারণ রমেশের সমস্ত অপকর্মের সঙ্গী কাঙ্গালী ও তার স্ত্রী জগমণিকে সুরেশ বিলক্ষণ চিনতো।

সুরেশ সম্পর্কে উমাসুন্দরী অত্যাধিক স্নেহান্ধ ছিলেন । সেইজন্য সুরেশের জেল হওয়ার খবরটি উমাসুন্দরীর কাছে গোপন রাখা হয়েছিল। কিন্তু রমেশ জগমণিকে দিয়ে কৌশলে সেই খবর উমাসুন্দরীকে জানিয়ে দিলো । এই প্রচন্ড আঘাতে উমাসুন্দরী উন্মাদ হয় গেলেন । যোগেশের মদের মাত্রা বেড়েই চলল , এমনকি নির্লজ্জের মতো তিনি রাস্তাতেও মাতলামি করতে লাগলেন । একদিন তাঁর অনুগত কর্মচারী পীতাম্বর তাঁকে ধরে বাড়ি নিয়ে এলো। জ্ঞানদার নামে যে বাড়িটা ছিল, অভাবের তাড়নায় জ্ঞানদা তা বিক্রি করে দিলো । সর্বস্ব খুইয়ে জ্ঞানদা পুত্রকে নিয়ে একটি ভাঙা বাড়িতে আশ্রয় নিলো। জ্ঞানদার বাড়ি বিক্রির টাকা , গয়নার বাক্স কেড়ে নিয়ে যোগেশ সবই মদ খেয়ে উড়িয়ে দিলেন। বালক পুত্র যাদবকে নিয়ে জ্ঞানদা অত্যন্ত কষ্টের মধ্যে দিন যাপন করতে লাগলো। বাড়িভাড়া বাকি পড়ায় বাড়িওয়ালী তাদের পথে বের করে দিল। সেই পথেই জ্ঞানদার মৃত্যু হল । যাদবকে হত্যা করে যোগেশকে নিরবংশ করার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠলো। কাঙ্গালী ও জগমণির সহযোগিতায় যাদবকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র চললো। অবশেষে প্রফুল্ল নিজে রমেশের হাতে মৃত্যুবরন করে যাদবকে বাঁচাল। মরার সময় বলে গেছে ----

"তুমি বড় অভাগা সংসারে কারুকে কখনও আপনার করোনি।"

এই সময় সুরেশ জেল থেকে খালাস পেল এবং তার বন্ধু শিবনাথের সহযোগিতায় পুলিয়া ডেকে রমেশ, কাঙ্গালী ও জগমণিকে ধরিয়ে দিল। অবশ্য ধরিয়ে দেওয়ার জন্য সহযোগিতা করেছে এই পরিবারের বিশ্বাস ভাজন এক বিয়ে পাগলা বুড়ো মদন ঘোষ এবং কাঙ্গালীর ভাগনে ভজহরি। যারা অবশ্য গড়ার দিকে ঘটনাচক্রে রমেশের আনুকূল্যে কাজ করেছিল । মাতা উমাসুন্দরী উন্মাদ অবস্থায় বেঁচে রইলেন এবং যোগেশ

" আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল "। বলে পাগল অবস্থায় রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

১। আমরা জানি ট্র্যাজেডির নায়ক সর্বদা যে ধার্মিক হবেন এমনটা নয় , আবার অতিশয় নিন্দীয় লোকও হবেন না নায়ক হবেন মোটামোটি ভালো মানুষ । সেদিক থেকে বিচার করলে যোগেশের নায়ক হওয়ার যোগ্যতা আছে । তাঁর মধ্যে রয়েছে উদার মনোভাব , মাতৃভক্তি , ভাতৃস্নেহ ইত্যাদি গুনের সমাবেশ ।

২। শেক্সপীয়রের ট্রাজেডির নায়কের চরিত্রে যে প্রচ্ছন্ন দুর্বলতা থাকে সেই দুর্বলতার পথ ধরেই সে পতনের মুখে এগিয়ে যায় এবং পরিণতিতে চরিত্রটি সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয় পড়ে।

যোগেশের প্রথম দুর্বলতা -- তিনি কর্তব্যপরায়ণ ও দায়িত্বসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও তিনি সংসারের কোথা বলতে বলতে তাঁর মদ্যপিপাসা পায় এবং তিনি বিনা সংকোচে মদ্যপান করেন ।

আর একটি দুর্বলতা তাঁর নিজের সুনাম সম্পর্কে আত্মসচেতনতা ও স্পর্শকাতরতা যোগেশ সমগ্র জীবনে কি করেছেন , ভাইদের কিভাবে মানুষ করেছেন , সততা মূলধন করে স্বাচ্ছন্দ্য ফিরিয়ে এনেছেন । এই আত্মসচেতনতা বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ ।

সুরাপানে সুনাম হানির আশঙ্কা আছে জেনেও সকলের বাধা নিষেধ অগ্রাহ্য করে মদ্যপান করেছেন স্ত্রীকে লাথি মেরেছেন উমাসুন্দরীকে ভৎসর্না করেছেন । সদগুন থাকা সত্ত্বেও নিজের ত্রুটির জন্য বিপর্যয় ডেকে এনেছেন।

শেক্সপীরীয় ট্র্যাজেডির নায়কের সংজ্ঞা অনুসারে যোগেশ স্বকৃত ধর্মের জন্য নিজের জীবনের বিপর্যয় ডেকে নিয়ে এসেছেন এবং ট্র্যাজিক পরিণতি ঘটেছে।

৩। ট্র্যাজেডিতে উত্থান পতন থাকে । কিন্তু এখানে উত্থান না থাকলেও পতনের মর্মান্তিক চিত্র লক্ষ্য করা যায় প্রতিমুখ অংশে । যোগেশের শোচনিয় পরিনাম ও জ্ঞানদার মৃত্যুতেই চরম পরিণতি ঘটেছে। যাদবকে মেরে ফেলার কৌশল , এখানেই নাটকের গর্ভসন্ধি বা Climax .

৪। শেষে নায়িকা প্রফুল্লের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ট্র্যাজিক পরিণতির উত্তরণ ঘটানো হয়েছে।

জনা (১৮৯৩) :-

১৮৯৩ সালে ২৩ শে ডিসেম্বর মিনার্ভা থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয় গিরিশ ঘোষের অসাধারণ জনপ্রিয় পৌরাণিক নাটক জনা। এই নাটটির৫ টি অঙ্ক ও ২৫টি গর্ভাঙ্ক আছে। কাশীরাম দাসের মহাভারতের অশ্বমেধ পর্বের এবং জৈমিনি ভারতে অশ্বমেধিক পর্বের পঞ্চদশ অধ্যায়ে গঙ্গা শাপ বৃত্তান্তে জনার কাহিনী আছে। তবে এখানে জনার নাম জ্বালা। গানের সংখ্যা ২৫ টি।

জনা চরিত্রের পরিকল্পনায় শেক্সপীয়ারের দু তিনটি চরিত্রের আভাস অংশত ফুটে উঠতে দেখি। একটি কিং রিচার্ড দ্য থার্ড ' ট্র্যাজেডির কুইন মার্গারেট, যার তীব্র

শোকাচ্ছ্বাস

সঙ্গে জনার পুএশোকার্তির সাদৃশ্য দূর্লক্ষ্য নয়। মার্গারেটের শোক ও তীব্র প্রতিশোধস্পৃহার উৎস, তা যতটা শোক তার চেয়ে বেশি জ্বালা। মনে রাখতে হবে জৈমিনি ভারতে জনা'র নাম ওই ' ই ছিল। মার্গারেট পুএহন্তা ডিউক অফ গ্লস্টার কে অভিশাপ দেয়। ধিক্কার তিব্র তিরস্কার করে,---

' No sleep close up that deadly eye of thine. Unless it be while some tormenting dream affrights the with a hell of ugly devil's ! Thou elvish - marked, abortive , rooting hog , thou that was seal'd in thy nativity The slave of nature and the son of hell

Thou slander of thy heavy mother's womb... ইত্যাদি, (প্রথম অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্য)

এ বইয়ের শেষাংশ আমরা ' ম্যাগবেথ' নাটকের লেডি ম্যাকবেথের সঙ্গেও জনার প্রতিশোধস্পৃহার কিছুটা সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছি। সে সাদৃশ্য সংকল্পের স্থিরনিশ্চল একাগ্রতায়। কিন্তু অবস্থান দুজনের ভিন্ন। একজন দারুন পুএশোকে উন্মত্ত প্রায়, অন্যজন নিজের ও স্বামীর উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য জন্য হত্যার সংকল্পের

স্থিরলক্ষ্য।

শেক্সপীয়ারেরই ' কোরিয়োলেনাস' নাটকের ভোলামোনিয়া বা ভলুমনিয়া চরিত্রের সঙ্গে জনার অন্তরঙ্গ সাদৃশ্য কম নয়। এই সাদৃশ্য নাটকের প্রথম দিককার জনার সঙ্গে,যে জনা মদনমঞ্জরী বলে,

"জন্মিয়াছি ক্ষত্রিয়ের কূলে ,

মালা দেছ ক্ষত্রিয়ের গলে,

রন শুনি বিষন্ন হয়ো না,বালা।

ক্ষত্রিয়ের নিত্য বাধে রন;

জয় পরাজয় ------

যুদ্ধে কিছু নাহিক নিয়ম;

বীরাঙ্গনা পতিরে না বারে রণে যেতে"।

(দ্বিতীয় অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক)

ভলুমিনাও অনুরূপ ভাবে পুত্র কোরিয়ালেনাস- এর যুদ্ধ যাত্রার সংবাদ উৎসাহিত হয়ে পুত্র বধূ ভার্জিলিয়াকে উদ্বুদ্ধ করছে, বলছে ------

" I pray you daughter , sing, or express yourself in a more comfortable sort. If my son were my husband , I should freelier reioice in that absence wherein he won honour than in the embracements of his bed where he would show most love " কল্পিত অতীত সম্ভাবনায় উদবিগ্ন হয়ে ভার্জিলিয়া কে জিজ্ঞেস করেছে, যদি যুদ্ধে তার স্বামীর মৃত্যু হত তাহলেও কি ভলুমনিয়া একথা বলতে পারত -----

"But had he died in the business, .adum how then ? ভলুমনিয়া উত্তর দিচ্ছে,".......had I a dozen son's each in my good mercius , I had rather had eleven die nobly for their country than one voluptuously surfeit out of action ". (প্রথম অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্য)। এখানে ভার্জিলিয়ার সঙ্গে মদন মঞ্জরীর একটু মিল ফ

ফুটে উঠেছে। স্বামীর মঙ্গল চিন্তায় সেও একটু হয়ে পরে, ভলুমনিয়া,' his bloody brow ' কথাটি শুনে সে শিহরিত কণ্ঠে বলে ওঠে, " his bloody brow? O Jupiter, no blood!" তখন ভলুমনিয়া তাকে নির্বোধ বলে তিরস্কার করে বলে .' it (অর্থাৎ রক্ত) more becomes a man / than gild his trophy ."

নাটকের আদি অংশের পুত্রবিয়োগ কাতরা ও অভিশাপ সংকল্পময়ী জনার সঙ্গে সাদৃশ্য 'কিং রিচার্ড দ্য থার্ড' নাটকের রানী মার্গারেট এর দু একটি ক্ষেত্র জনার সংলাপেও শেক্সপীয়ারের প্রভাব চোখে পড়ে। যেমন নিচের উদ্ধৃতি-------

"হুংকংরে দীর্ঘশ্বাস, ছাড় সমীরণ,

ঘোরে ঘন,

গভীর গর্জনের কর ধারা বরিষণ,

মরেছে প্রবীর,

শোক - অশ্রু ঢালে নাহি কেহ !

অনল কেবল ,

শোক নাই জনার হৃদয়ে!

তিমির -- বসনে বজ্র -- অগ্নি আভরনে সাজ , নিশা ভয়ং করী,....

হুংকারে হাক সমীরণ।

কঠোর কুলিশ, পড় উচ্চ বৃক্ষ -- চুড়ে ,

জ্বালো আলো দেখাতে আঁধার,

নিবিড় আঁধারে প্রকৃতি বেরিয়া রহ।"

(পঞ্চম অঙ্ক, তৃতীয় গর্ভাঙ্ক)

পঞ্চম অধ্যায়:-

গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাটকে শেক্সপীয়রের ট্র্যাজেডির স্বতন্ত্র -

১) দর্শককে বুক চাপা নিঃশ্বাসে প্রতিষ্ঠা করানো অর্থাৎ dramatic suspense বজায় রাখার আর্ট তার কলমে ছিল।

২) গিরিশ চন্দ্র সব পর্যায়ের নাটকে একথা সত্য উদ্দ্যেশ্য হীন শিল্প সৃষ্টি তার স্বধর্ম বিরোধী সেই জন্য তিনি নাটকে truth কে বড়ো করে দেখাতেন art কে নয়।

৩)poetic justice অর্থাৎ the doer must suffer নীতি গিরিশ চন্দ্রের নাটকে রক্ষিত হয়েছে।

৪) গিরিশ চন্দ্র নাট্য রচনার আরেকটি ধারা অবতার বা মহাপুরুষ কল্প চরিত্র সৃষ্টির দ্বারা বৈষ্ণবভক্তি পথ, দর্শন, ভারতবর্ষের ধর্ম সাধনার এই বিশিষ্ট দিকগুলিকে তিনি নাটকের মধ্যে দিয়ে প্রচার করতে চেয়েছিলে।

উপসংহার:-

পরিশেষে বলা যায় গিরিশচন্দ্র ঘোষ বাংলায় পেশাদার মঞ্চের প্রতিষ্ঠা করেছেন বলে তাঁকে নাট্যমঞ্চের জনক বলা হয়। খুব সীমিত সময়ের মধ্যে নাটক রচনা ও মঞ্চস্থ করে তিনি নাট্যশালাকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। তাই তিনি শুধু নাট্যকার নন, একাধারে বিখ্যাত নট,নাট্য শিক্ষক ও নাট্য পরিচালক ও বটে।

ভাষার,নাট্য পরিস্থিতি নির্মাণে,প্লটের গঠনে, চরিত্র - চিত্রণে ও সর্বোপরি মঞ্চসজ্জা তথা নাট্যপ্রকরণে গিরিশচন্দ্র শেক্সপীয়ারের একনিষ্ঠ অনুগামী ছিলেন। চরিত্র সৃষ্টিতেও শেক্সপীয়ার নানাভাবে প্রভাবিত করেছেন গিরিশচন্দ্রকে। 'প্রফুল্ল ' নাটকের রমেশ ক্রুরতায় ইয়াগোর সঙ্গে তুলনীয়; একইভাবে আনন্দরহো -র লীলা ও লেডি ম্যাকবেথ এবং 'জনা ' ও 'রিচার্ড দ্য থার্ড ' এর মার্গারেটের মধ্যেও সাদৃশ্য রয়েছে। পূর্ণরাম ও করিম চাচার মতো চরিত্র শেক্সপীয়রের 'ভাঁর ' জাতীয় চরিত্রের আদলে নির্মিত। এছাড়া মুকুলচাঁদ এর বরুণচাঁদ ও পরপর এর বিশ্বেশ্বরের মধ্যে অবিস্মরণীয় ফলস্টাফকে দেখা যায় স্পষ্টই। কয়েকটি বিশেষ শেক্সপীয়রের নাট্যকৌশল গিরিশচন্দ্র ব্যবহার করেছিলেন তাঁর নাটক গুলিতে,তথা, (১) হ্যামলেটের মৃত পিতা কিংবা জুলিয়াস সিজারের প্রেতের মতো গিরিশচন্দ্রের নাটকেও জটিল নাট্যমুহূর্তে প্রেতজাতীয় অতিলৌকিক উপাদানের অনুপ্রবেশ ঘটে। উদাহরণ, 'চন্ড' ও 'কালাপাহাড় ' ; (২) তাঁর অনেকগুলি চরিত্রের ক্ষেত্রে শেক্সপীয়ারের নাটকের মতোই ছদ্মবেশ নিয়ে স্বাভাবিক পরিচিতি লুকোনোর, বিশেষত ' Sex - concealment ' - এ ব্যাপারটি রয়েছে।

প্রসঙ্গক্রমে তাঁর পরিকল্পিত অমিত্রাক্ষর ছন্দের উল্লেখ করা যেতে পারে। অভিনয় শিক্ষা দিতে গিয়ে তিনি দেখলেন মধুসূদনের চৌদ্দমাত্রার অমিত্রাক্ষর পংক্তিকে ভেঙে ছোটো ছোটো ছত্র সাজিয়ে নিলেন এই ছন্দোবৈচিত্র্যে তাঁরই নামানুসারে 'গৈরিশ ছন্দ' নামে পরিচিত হয়েছে। অভিনেতা ও অভিনয় শিক্ষারূপে তিনি এই যে নতুন ছন্দের উদ্ভাবনা করলেন, পরবর্তীকালেও অন্যান্য নাট্যকার তা গ্রহন করেছিলেন।

গিরিশচন্দ্র নাটকে নানা ত্রুটি থাকলেও একনিষ্ঠ সরলতার জন্য এগুলির অভিনয়মূল্য অস্বীকার করা যায় না।বাস্তবিক তাঁর রচনার মধ্যে কৃত্রিমতার ঠাঁই ছিল না। তবে শুধু অকৃত্রিমতাই শ্রেষ্ঠ নাটকের একমাত্র গুন নয়। রচনার সংযম ও সৌষ্ঠব, চরিত্রের অন্তদ্বন্ধ, জীবন সম্বন্ধে আট্যকআর এর গভীর প্রতায় এসব তাঁর কতটা আয়ত্ত হয়েছিল তার অবশ্য আজকের সমালোচক জিজ্ঞাসা করতে পারেন এবং তার যৌক্তিক উত্তর না পেলে নটগুরু গিরিশচন্দ্র নাট্যকারের গৌরব কিছু খর্ব করতে চাইলে তাঁকে বিশেষ দোষ দেওয়া যাবে না। শেক্সপীয়রের সমগোত্রীয় না হলেও তিনি তার অনুরাগী। তাই গিরিশচন্দ্র বলেছেন -

'মহাকবি শেক্সপীয়রই আমার আদর্শ। তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরন করে চলেছি।

গ্রন্থপঞ্জি

আকরগ্রন্থ

১) চট্টোপাধ্যায় কুন্তল , সাহিত্যের রূপ - রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ , প্রকাশক সুমন চট্টোপাধ্যায়, রত্নাবলী ৫৫ ডি , কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট কলকাতা , প্রথম প্রকাশ - শ্রাবণ ১৪০২/ আগস্ট ১৯৯৫, পুনর্মুদ্রণ - বৈশাখ ১৪২৫ / এপ্রিল ২০১৮

২) বন্দ্যোপাধ্যায় সুকুমার , গিরিশচন্দ্রের প্রফুল্ল , প্রকাশক - মর্ডান বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড ১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট , কলিকাতা , প্রথম প্রকাশ - ৯ আগস্ট ১৯৭৩ , পুনর্মুদ্রণ - ২০০৮ - ২০০৯ ।

৩) মৈত্র দে পিয়ালি , গিরিশচন্দ্র ঘোষের বলিদান , প্রকাশক - দেবাশিষ ভট্টাচার্য ,বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ ৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট কলকাতা , প্রথম প্রকাশ - ২০০৫ , পুনর্মুদ্রণ - সেপ্টেম্বর ২০১০ ।

১৬/৭/২৩

সহায়ক গ্রন্থ

১) চট্টোপাধ্যায় সুনীতিকুমার , বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত , প্রকাশক - মর্ডান বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড , ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট , কলকাতা , প্রথম প্রকাশ - ১৯৬৬, পুনর্মুদ্রণ ২০০৬- ২০১৭

২) মিশ্র অশোককুমার , বাংলা সামাজিক নাটকে গিরিশচন্দ্র , প্রকাশক - বামাচরণ মুখোপাধ্যায় , করুণা প্রকাশনী , ১৮ এ , টেমার লেন , কলকাতা , প্রথম প্রকাশ - ২৫ অক্টোবর , ১৯৯২ , পুনর্মুদ্রণ - জুন ,২০১৯.

বৈদ্যুতিন তথ্য

1. Https://archive.org/details/GirishRochonaboli

2. https://dailydeshtottoh.com

3. https://granthagara.com

4. https://amarbangla.academy